ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 073 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৩ ● কলকাতা ● ০২ চৈত্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৭ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 232

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যে খারাপ অনুভব পিতার জীবনে এসেছে, তা জরুরী নয় কি পুত্রের জীবনে আসবেই, কিন্তু পিতার অনুভব পুত্রের বিনা মূল্য চুকিয়ে, নিঃশুল্ক মিলে। আবার, পিতার মানসিকতার উপর পুত্রের সম্মান রাখা উচিত। পিতা শুধু এটাই চান যেসব কষ্ট তাঁর জীবনে এসেছে, সেইসব পুত্রের জীবনে না আসে।

ক্রমশঃ

নির্বাচনের আগে পুলিশ প্রশাসনে বড় রদবদল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করেন। তার পরেই রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদে রদবদল করে নির্বাচন কমিশন।রবিবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে কমিশন। বাকি চার রাজ্যে এক দফায় ভোট হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন হবে দু'দফায়। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল। ভোটঘোষণার পরই রাজ্যে চালু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণ বিধি। এই সময়ে কমিশনের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চ স্তরে রদবদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদে থাকা আধিকারিকদের সরিয়ে দেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপসারিত পুলিশ আধিকারিকদের নতুন পদে দায়িত্ব দিল নবান্ন। পীযূষ পাণ্ডেকে ডিজি (নিরাপত্তা

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বাংলায় ভোটের জন্য ২ লক্ষ আধা সেনা চাইল নির্বাচন কমিশন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিধানসভা ভোটে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর কমিশন। বাংলায় ভোটের জন্য ২ লক্ষ আধা সেনা চাইল নির্বাচন কমিশন! রবিবার বাংলার ভোটের দিন ঘোষণা হয়েছে। এবার ২ দফায় হবে নির্বাচন। ২৩ ও ২৯ এপ্রিলে নির্বাচন হবে রাজ্যে। ভোটের দিনগুলো এবং ফল ঘোষণার দিনে যাতে রাজ্যে কোনও অশান্তি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে কমিশনের।

সূত্রের খবর, এই বিপুল সংখ্যক বাহিনী শুধু ভোটের দিন নয়, বরং নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাই রাজ্যে মোতায়েন থাকবে। ভোটের আগে, ভোট চলাকালীন এবং ভোটের পর আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। রাজ্যে ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বাহিনীর টহল চলছিল। সোমবার থেকে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনও এলাকায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার দিকেই নজর রাখতে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ২ লক্ষ আধা সেনা চাইল নির্বাচন কমিশন।জানা গিয়েছে, ২৩, ২৯ এপ্রিল ও ৪ মে গণনা পর্যন্ত নির্বাচন পর্বে রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য ২ লক্ষ আধা সেনা চাইল নির্বাচন কমিশন! প্রতি বুথে ২০০০-এরও বেশি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করছে কমিশন। সেই মর্মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে ভোট ঘোষণার আগেই ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী এসে গিয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে রুট মার্চ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার ভোট অবাধ, সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার লক্ষ্য নির্বাচন কমিশনের। ভোট ঘোষণার দিনেও সেই কথা বার বার বলতে শোনা গিয়েছে।

বাংলায় ভোটের কালচার এবার বদলাবে', অশান্তি প্রসঙ্গে 'কড়া দাওয়াই' সুব্রত গুপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ও ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। বিশেষ পর্যবেক্ষক তথা নির্বাচন পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এবারের ভোটে বাংলার বহুদিনের নির্বাচনী সংস্কৃতি বদলানো হবে।এছাড়া প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে তিন স্তরের নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সংবেদনশীল এলাকায় প্রয়োজন হলে আকাশপথ থেকেও নজরদারি চালানো হবে। কিছু ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের দাবি, কঠোর নজরদারি এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এবারের ভোটে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত জানায় কমিশন । সেই সময়ই সুব্রত গুপ্ত বলেন, "বাংলার যে কালচার ছিল, তা বদলাবে এই ভোটে।" তিনি স্পষ্ট করে দেন, এতদিন রাজ্যে নির্বাচনের সময় যে পরিস্থিতি দেখা যেত, এবার তার পরিবর্তন হবে। ভোট যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে কমিশন কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

বাংলায় প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের সময়ই হিংসার অভিযোগ সামনে আসে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা বা বিধানসভা - প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলে। বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি বারবার অভিযোগ করেছে, শাসক দল তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

আবার মমতা বনাম শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই আজ, সোমবার নীরবে নয়াদিল্লি থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। আর এখানেই দেখা গেল, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দু'জায়গা থেকে প্রার্থী করল বিজেপি। এক, নন্দীগ্রাম। দুই ভবানীপুর।এছাড়া বিজেপি যখন এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছিল তখন রাজপথে নেমে মানুষের স্বার্থে মহামিছিল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত হেঁটে মিছিল করেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিল শুধুই জনজোয়ার। এভাবেই পথে নেমে বুঝিয়ে

দিলেন তাঁর কাছে কোনও প্রার্থীই হেভিওয়েট নয়। আর ভবানীপুর তো তাঁর গড়। যদিও এসআইআর করে ভবানীপুরে বিপুল বৈধ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপরও এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় বলেই পরিচিত। তবে বালুরঘাট কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর নাম প্রথম তালিকায় নেই। ওই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে বিদ্যুৎ রায়কে।নন্দীগ্রাম থেকে ২০২১ সালে জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যদিও সেই জয় নিয়ে বিতর্ক আছে। এবার আবার

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

নির্বাচনের আগে পুলিশ প্রশাসনে বড় রদবদল

অধিকর্তা) করা হয়েছে। এত দিন তিনি ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। কমিশনের নির্দেশে তাঁকে সরিয়ে নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি করা হয়েছে সিদ্ধনাথ গুপ্তকে। এ ছাড়াও, কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) সুপ্রতিম সরকারকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে অজয়কুমার নন্দকে। অপসারিত সুপ্রতিমকে রাজ্যের এডিজি (সিআইডি) করা হয়েছে। তাঁকে কলকাতার এডিজি (আইবি) হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও, রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও পরিবর্তন করে কমিশন। ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে ছিলেন বিনীত গোয়েল। তাঁকে সরিয়ে নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে অজয় মুকুন্দ রানাডেকে। সেই বিনীতকে রাজ্য আইবি-র ডিজি করল কমিশন। ডিজি (কারা) করা হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবুকে। পীযূষকে যে দায়িত্বে আনা হয়েছে এত দিন সেই পদে ছিলেন মনোজ বর্মা। তাঁকে এডিজি (অতিরিক্ত নিরাপত্তা অধিকর্তা) করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের এডিজি (সিআইডি) পদে থাকা লক্ষ্মীনারায়ণ মীনাকে এডিজি (কারা) হয়েছে। সকালেই কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, যে আধিকারিকদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভোট সংক্রান্ত কোনও পদে নিয়োগ করা যাবে না। সেই মতো দুপুরে সুপ্রতিমদের নতুন পদে দায়িত্ব দিল কমিশন।

(২ পাতার পর)

আবার মমতা বনাম শুভেন্দু

নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী করা হল শুভেন্দুকে। তবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ডেরা ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শুভেন্দুকে প্রার্থী করার অর্থ চমকে দেওয়া। কিন্তু এখানে শুভেন্দু হেরে যেতে পারে বলেই নন্দীগ্রাম থেকেও প্রার্থী করা হল তাঁকে।

এদিকে রাজ্যে ১৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। সেখানেই নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর, দুই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। মাত্র ১৪৪টি আসনে থমকে গিয়েছে। পরে আবার করবে তারা বলে সূত্রের খবর। আর এই দুই আসনে শুভেন্দুকে প্রার্থী করার পিছনে খেলে দিয়েছেন দু'জন। তাঁরা হলেন, শমীক ভট্টাচার্য এবং সুকান্ত মজুমদার। যাঁদের সঙ্গে শুভেন্দুর সম্পর্ক মধুর নয়। সামনে যা দেখানো হয় পিছনে সেটা আসল ছবি নয় বলে সূত্রের খবর।

এবার ভবানীপুর কেন্দ্র তারকা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। হেভিওয়েট লড়াই হবে এখানে। একজন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। গোটা পশ্চিমবঙ্গের কাছে যিনি জননেত্রী। আর বিপরীতে বিরোধী দলনেতা। যিনি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রত্যেকদিন গালিগালাজ করে থাকেন। তাই লড়াই এবার ভবানীপুরে শুভেন্দু কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে খড়্গপুর সদর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তকে প্রার্থী করা হয়েছে রাসবিহারী কেন্দ্রে। হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। বরাহনগরের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। তিনি কাউন্সিলরও।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলার নয়া রাজ্যপাল রবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর বৈঠক। তবে এই সাক্ষাৎ শুধুই সৌজন্যমূলক নাকি অন্য কোনও প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন আরএন রবি। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিশিষ্টজন।ভোটের মুখে হঠাৎই

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

বাংলায় ভোটের কালচার এবার বদলাবে', অশান্তি প্রসঙ্গে 'কড়া দাওয়াই' সুব্রত গুপ্তর

কংগ্রেসের আমলে তাদের বহু কর্মী এলাকা ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরবর্তী ঘটনাবলি নিয়েও এখনও বিতর্ক চলছে এবং তার কিছু বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকের মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, ভোট প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। নির্দিষ্ট দায়িত্বে থাকা পর্যবেক্ষকরা ভোট চলাকালীন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালাবেন। কোথাও আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সেখানে পুনরায় ভোটগ্রহণের সুপারিশ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

কমিশন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, এবারের নির্বাচনে সব ভোটকেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে জিপিএস বসানো থাকবে, যাতে বাহিনীর চলাচল এবং দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নজরে রাখা যায়। সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, এই দুটি পদক্ষেপই এবারের ভোটে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি জানান, ভোটের প্রতিটি পর্যায়ে প্রায় ২,২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি জেলায় দুজন করে পুলিশ পর্যবেক্ষক থাকবেন এবং নগর পুলিশ এলাকার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা থাকবে।

ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বুথ স্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে, যাতে কোনও ভোটারকে ভয় দেখানো বা ভোট দিতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা না ঘটে। ভোটকর্মী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের পরিচয় দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের ছবি সংরক্ষণ করা হবে।

সম্পাদকীয়

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কারা ভোট দিতে পারবেন?

রবিবারই পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে কমিশন। একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতেও বিধানসভা ভোট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ হবে দু'দফায়। প্রথম দফার ভোট হবে আগামী ২৩ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফায় হবে ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফা ভোটগ্রহণ হবে ১৫২টি আসনে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ১৪২ আসনে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এক দফাতেই ভোট হবে। অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল। তামিলনাড়ুতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল। চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গণনা হবে একই দিনে, ৪ মে।বিশেষ কিছু পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের নির্বাচনের সময়ে এই সুবিধা দেয় কমিশন। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে জড়িত ভোটারদের নির্বাচনের দিন ভোট দিতে যেতে সমস্যা হয়। তাঁদের কথা বিবেচনা করেই এই বিশেষ সুবিধা দেয় কমিশন। রেল পরিষেবা, মেট্রো রেল পরিষেবা, রাজ্য দুগ্ধ ইউনিয়ন এবং সমবায়, স্বাস্থ্য দফতর, সড়ক পরিবহণ নিগম, অগ্নিনির্বাপক পরিষেবা (দমকল), পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স এবং হোমগার্ড, কারা দফতর, আবগারি দফতর, ট্রেজারি পরিষেবা, তথ্য ও জনসংযোগ দফতর, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, খাদ্য ও গণবন্টন, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত সংবাদকর্মীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের সুবিধা পান। পাশাপাশি দেশের সকল সেনাকর্মী এবং নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত ভোটকর্মীরাও পৃথক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ পান।

কমিশন জানিয়েছে, কোনও ভোটারের কাছে এপিক কার্ড না থাকলে তিনি ১২টি বিকল্প নথির যে কোনও একটি দেখিয়ে ভোট দিতে পারবেন। এই নথিগুলির মধ্যে রয়েছে আধার কার্ড, জব কার্ড, ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস থেকে জারি করা ছবি-সহ পাসবই, শ্রম মন্ত্রকের জারি করা হেল্‌থ ইন্স্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, এনপিআর-এর অধীনে আরজিআই দ্বারা জারি করা স্মার্ট কার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট এবং ছবি-সহ পেনশনের নথি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, পিএসইউ, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কর্মচারীদের ছবি-সহ পরিচয়পত্র এবং সাংসদ, বিধায়ক বা বিধান পরিষদ সদস্যদের দেওয়া সরকারি পরিচয়পত্রকেও বিকল্প নথি হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

বিশেষ ভাবে সক্ষমদের 'ইউনিক ডিসঅ্যাবিলিটি আইডি কার্ড'-ও গৃহীত হবে ভোট দানের জন্য বিকল্প নথি হিসাবে। কমিশন আরও জানিয়েছে, প্রবাসী ভারতীয় যে সব ভোটার পাসপোর্ট দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন, তাঁদের ভোটকেন্দ্রে শুধুমাত্র আসল পাসপোর্টই দেখাতে হবে। ভোটার কার্ডে সামান্য বানান ভুল বা ছাপার ভুল থাকলেও, যদি ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করা যায়, তবে সেই কার্ড গ্রহণ করা হবে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(অষ্টম পর্ব)

পদাধিকারীরা সুন্দরবনের ঘুরে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন বিশ্বকবি হ্যামিলনের জন্য সুন্দরবনের এসেছিলেন। তবে সুন্দরবনকে নিয়ে বহু সাহিত্যিক, কবি ও লেখক এবং গবেষক বিভিন্ন বই লিখেছেন। তেমনি একজন লেখক বা গবেষক বললেও চলে, তিনি যা বলতে চেয়েছেন সুন্দরবনকে নিয়ে। ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ ডেভিড প্রেন ১৯০৩ সালে 'বেঙ্গল প্ল্যান্টস' নামে একটি বই লিখেন। সেই বইতে সুন্দরবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ রুপে বর্ণনা করেছিল।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলার নয়া রাজ্যপাল রবির

রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর জায়গায় প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক আরএন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগে কেন এই পরিবর্তন করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরই মধ্যে রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। রাজ্য প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি থেকে শুরু করে কলকাতা পুলিশের কমিশনার- এই তালিকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ বাংলার নতুন রাজ্যপালের। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভোটমুখী বাংলায় চর্চা শুরু হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চন্দ্রকেতুগড় মাতৃকাধর্মকে মুছে দেওয়া হয়েছিল, গুপ্তযুগের পূর্বেই তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, এজন্য পালযুগে ভীষণদর্শনা যোদ্ধামাতৃকারা আবির্ভূত হলেন। যতবার আমরা মাতৃকা-উপাসকরা আক্রান্ত, ততবার আদিমাতৃকারা ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমার ওপর কোনও অত্যাচার হলে প্রধানমন্ত্রী দায়ী থাকবেন: বিস্ফোরক মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যদি ভবিষ্যতে আমার ওপর কোনও অত্যাচার হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী দায়ী থাকবেন'। মহামিছিলে রণংদেহী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ওদের এক নেতার ভিডিও দেখছিলাম। বলছে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। এবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ করে ঘিরে নেব।মিছিল শেষে ডোরিনা ক্রসিংয়ে মমতা বলেন, 'এই মিছিল ইলেকশনের আগেই ঠিক করা ছিল। কারণ,গ্যাসের দাম যে ভাবে বেড়েছে সে জন্য এই কর্মসূচি নিয়েছি'। তাঁর অভিযোগ, 'ভোটের আগে গ্যাসে সার্ভার বন্ধ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে কেন্দ্র'। তাঁর কথায়, 'আমি গ্যাস কোম্পানিগুলির সঙ্গে মিটিং করে জেনেছি, সঙ্কট নেই। আমরা বলছি সার্ভার ওপেন করুন। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। ক্যাশ দিয়ে লাভ নেই। গ্যাস দিন মানুষকে'।মমতা বলেন, 'মিটিং (ব্রিগেড) করার আগে আপনারা কী করলেন? শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা করলেন? লজ্জা থাকা দরকার। আমরা হামলার বদলে হামলা করব না। তবে আমরা আর সহ্য করব না। আগে বলেছি, বদলা নয় বদ চাই। এ বার বলছি, বিজেপি হটাও'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'বাংলা হারতে শেখেনি। বাংলা কখনও হারেনি। বাংলা হারবেও না'।

মমতার আরও বক্তব্য, 'পুলিশকে থ্রেট করে লাভ নেই। ওরা নিজেদের চাকরিটা যোগ্যতা দিয়ে করে। তোমরা ঘেঁচু করবে। আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি। সবাই মিলে জোট বাধুন। সুপ্রতিমকে কেন সরালে? কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে কেন সরালেন? টাকা দিলে ভোটটা দেবেন না। টাকা ঢোকাবেন, আমরাও সজাগ দৃষ্টিতে নজর রাখবো।আর একটা লোক আছে তার প্রথম অক্ষর সু,আগে টাকা খেতে পারতো না। এখন কোটি কোটি টাকা। তৃণমূলের মতো দেশে একটা পার্টি দেখাও,যারা মানুষের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত'।

মমতা বলেন, '২৬ এই বিজেপির সরকার পড়ে যাবে। আগে নিজের ছিদ্র ঠিক করো। তুমি বলেছো, চুন চুনকে মারেঙ্গে। এটা আমরা বলব না, এটা সংসদীয় ভাষার বিরুদ্ধে। এবার আমাদের আসন আরও বাড়বে। ছক্কা মেরে অক্কা করে দিতে হবে বিজেপিকে'। তৃণমূলনেত্রী সাফ কথা, 'কোনও রাজ্যকে টার্গেট করোনি। তাহলে বাংলা কেন? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি কেন বাংলায়? মানুষ জবাব চাইবে না? তোমার পরিবর্তন হবে না। আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে'।

যেদিন রাজ্যে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হল, তার পরের দিনই পথে মমতা। আজ, সোমবার গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনায় ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলেন হাঁটলেন তিনি। মিছিলের একেবারে প্রথমসারিতে ছিলেন বিরহা হাঁসদা, সায়নী ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নয়না দাস প্রমুখ।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন

নতুন দিল্লি, ১৬ মার্চ, ২০২৬

পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন নিয়মিতভাবে 'ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টার'-এ আয়োজন করা হচ্ছে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে (১৬ মার্চ ২০২৬), পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রক জ্বালানি সরবরাহ, সামুদ্রিক কাজকর্ম, ওই অঞ্চলে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের কল্যাণ এবং সংশ্লিষ্ট জনসচেতনতা বা তথ্য প্রচারমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। এর আগে ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ মার্চ তারিখেও অনুরূপ ব্রিফিং হয়।

জ্বালানি সরবরাহ এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা

'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জ্বালানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য ও এলপিজি-র নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করেছে। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী:

অপরিশোধিত তেল এবং শোধনাগারসমূহ

দেশের সকল তেল শোধনাগারগুলি পূর্ণ ক্ষমতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সেখানে অপরিশোধিত তেলের পর্যাপ্ত মজুদ বজায় রাখা হয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদনে ভারত সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ; ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য এই জ্বালানিগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ

তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলোর (অয়েল মার্কেটিং কোম্পানীজ) পক্ষ থেকে কোনো খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রে জ্বালানির মজুদ সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাওয়ার (dry-out) কোনো খবর পাওয়া যায়নি; বরং পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহ নিয়মিতভাবে বজায় রাখা হচ্ছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে, তাই জনগন যেন আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনা বা 'প্যানিক বাইয়িং'-এ লিপ্ত না হন সেজন্য তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোতে গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে—যার মধ্যে পিএনজি এবং সিএনজি ক্ষেত্রের জন্য শতভাগ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে । অন্যদিকে, শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের সরবরাহ বর্তমানে প্রায় ৮০ শতাংশের মধ্যে সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে।

প্রধান শহর ও শহরাঞ্চলগুলোতে অবস্থিত বাণিজ্যিক এলপিজি গ্রাহকদের পিএনজি সংযোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল এবং ছাত্রাবাসের

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন

মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদিত 'সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন' (সি জি ডি) সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পিএনজি সংযোগ গ্রহণ করতে পারে।

গ্রাহকরা ইমেইল, কাস্টমার পোর্টাল, চিঠিপত্র কিংবা সংশ্লিষ্ট সি জি ডি কোম্পানির কল সেন্টারের মাধ্যমে পিএনজি সংযোগের জন্য আবেদন করতে পারেন। যেসব এলাকায় পাইপলাইন নেটওয়ার্ক বা সংযোগ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রয়েছে, সেখানে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব।

পিএনজি সংযোগ গ্রহণের বিষয়টি জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু সি জি ডি কোম্পানি বিভিন্ন ছাড়ের ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড' এবং 'গেইল গ্যাস লিমিটেড' কর্তৃক গার্হস্থ্য গ্রাহকদের জন্য ৫০০ টাকা মূল্যের বিনামূল্যে গ্যাস সরবরাহ। 'মহানগর গ্যাস লিমিটেড' গার্হস্থ্য পিএনজি গ্রাহকদের জন্য ৫০০ টাকার নিবন্ধন ফি –তে ছাড় এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটে ছাড় এবং 'বিপিসিএল' সকল বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রেই সিকিউরিটি ডিপোজিটে ছাড় দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। সরকার সি জি ডি নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ করছে।

এল পি জি

সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এল পি জি সরবরাহের ওপর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

এল পি জি বিতরণ কেন্দ্রগুলোতে মজুত সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাওয়ার (ড্রাই-আউটস) কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

অনলাইনে এল পি জি সিলিন্ডার বুকিংয়ের হার প্রায় ৮৪% থেকে বেড়ে ৯০%-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে।

বিতরণকারীর তরফে সিলিন্ডারের অপব্যবহার বা অন্য খাতে সরিয়ে নেওয়া রোধ করতে, 'ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড' (ডি এ সি)-এর ব্যবহার সংকট পূর্ববর্তী ৫৩% থেকে বাড়িয়ে প্রায় ৭২%-এ উন্নীত করা হয়েছে।

বিহার, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, মণিপুর এবং মহারাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারত সরকারের নির্দেশিকা মেনে অ-গার্হস্থ্য (নন ডমেস্টিক) এল পি জি বরাদ্দের বিষয়ে নির্দেশ জারি করেছে।

রাজ্য সরকারগুলোর আয়োজিত বৈঠকসমূহ

পেট্রোল, ডিজেল এবং এল পি জি -সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের ওপর নজরদারির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অধিকাংশ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (কন্ট্রোল রুমস) স্থাপন করেছে এবং নাগরিকদের অবহিত করতে নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করছে।

আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপসমূহ

পেট্রোল, ডিজেল এবং এল পি জি-এর মজুতদারি ও কালোবাজারি রোধে রাজ্য সরকারগুলো কঠোর আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

এল পি জি -এর মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং মিজোরামসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে অভিযান চালানো হচ্ছে।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত তেল বিপণন সংস্থাগুলোর (পি এস ইউ অয়েল মার্কেটিং কোম্পানীস) আধিকারিকরা নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং অনিয়ম রোধ করতে ১,১০০-এরও বেশি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ও এল পি জি বিতরণ কেন্দ্রে আকস্মিক পরিদর্শন চালিয়েছেন।

সরকারের অন্যান্য পদক্ষেপ

সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো গার্হস্থ্য এল পি জি -এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা—সাধারণ পরিবার এবং হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

তেল শোধনাগারগুলো থেকে গার্হস্থ্য এল পি জি-এর উৎপাদন প্রায় ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০২৬ সালের ১৪ মার্চের সংশোধিত 'এল পি জি নিয়ন্ত্রণ আদেশ' (এল পি জি কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী, যেসব গ্রাহকের পি এন জি সংযোগ রয়েছে, তাঁদের নিজেদের গার্হস্থ্য এল পি জি সংযোগটি জমা দিতে এবং তাঁরা নতুন করে কোনো এল পি জি সংযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না।

এল পি জি-এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বুকিংয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (বুকিং ইন্টারভেলস) নিয়ম সংশোধন করা হয়েছে। এখন শহরাঞ্চলে প্রতি বুকিংয়ের মধ্যে ব্যবধান ২৫ দিন এবং গ্রামাঞ্চলে তা ৪৫ দিন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর জন্য অতিরিক্ত ৪৮,০০০ কিলোলিটার (কে এল) কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়েছে; এছাড়া এল পি জি-এর চাহিদার ওপর চাপ কমাতে কেরোসিন ও কয়লার মতো বিকল্প জ্বালানিগুলোও সহজলভ্য করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে এলপিজি রিফিল বুকিংকে উৎসাহিত করছে এবং আতঙ্কিত হয়ে বুকিং করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে। অন্যদিকে, অনিয়ম রোধে সমন্বিত পরিদর্শন চালানোর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জনসাধারণের প্রতি পরামর্শ

জনগনকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ সরকার পরিবার এবং জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে এলপিজি সরবরাহ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্বে সীমিত করা বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের বিক্রি আংশিকভাবে পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সরকারের কাছে সহজলভ্য করা হয়েছে।

এলপিজি সিলিন্ডারগুলো আই ভি আর এস এস এম এস হোয়াটস অ্যাপ ,তেল বিপণন কোম্পানিগুলোর মোবাইল অ্যাপ এবং জনপ্রিয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মতো ডিজিটাল মাধ্যমগুলোর সাহায্যে বুক করা যেতে পারে।

আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত বুকিং করা থেকে বিরত থাকতে জনগনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।, তারা যেন ডিজিটাল বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করেন এবং এলপিজি সরবরহকারীদের দপ্তরে অপ্রয়োজনীয় আসা-যাওয়া এড়িয়ে চলেন।

যেখানে সম্ভব, সেখানে পি এন জি এবং ইন্ডাকশন বা বৈদ্যুতিক কুকটপের মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করে শক্তি সাশ্রয়ের জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

বলিউড নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য গোবিন্দর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ দীর্ঘদিন ধরেই রুপালি পর্দা থেকে দূরে আছেন। মাঝে মধ্যে রিয়েলিটি শো কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে দেখা গেলেও নতুন কোনো সিনেমায় তাকে দেখা যায়নি। তবে অভিনয়ে না থাকলেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রায়ই আলোচনায় উঠে আসেন তিনি। তার স্ত্রী সুনীতা আহুজার সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও পরে তাদের আইনজীবী জানান, কয়েক মাস আগে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করা হলেও এখন আবার দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

নব্বইয়ের দশকে একের পর এক ব্যবসাসফল সিনেমার মাধ্যমে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকায় পরিণত হয়েছিলেন গোবিন্দ। 'রাজা বাবু', 'কুলি নম্বর ওয়ান', 'পার্টনার', 'ভাগম ভাগ' এবং 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'সহ তার অভিনীত বহু সিনেমা আজও দর্শকদের কাছে সমান জনপ্রিয়। তবে ২০০০ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে তার সেই জৌলুস। বড়পর্দায় তাকে শেষবার দেখা গেছে ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'রঙ্গিলা রাজা' সিনেমায়।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরমহল নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন এ অভিনেতা। সেই সঙ্গে উল্টো প্রশ্ন তোলেন গোবিন্দ—

বলিউডে আদৌ কি এমন কোনো তারকা আছেন যার নাম একেবারেই বিতর্কমুক্ত?

তিনি বলেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলে প্রায় প্রত্যেককেই কোনো না কোনো সময় সমালোচনা কিংবা বদনামের মুখে পড়তে হয়। এই লাইনে কার নামটাই বা পুরোপুরি পরিষ্কার?

গোবিন্দ বলেন, কেউ যদি একেবারে বিতর্কহীন থাকেন, তাহলে উল্টো সন্দেহই হয়। অনেক সময় মানুষ কাউকে খুব বেশি ভালোবাসে বলেই তাকে নিয়ে ভয় বা দূরত্ব তৈরি হয়। কেউ সময়মতো শুটিংয়ে আসে, ভালো মানুষ— এসব কারণে সম্মান পায় ঠিকই, কিন্তু তবু একসময় না একসময় তার নাম নিয়েও আলোচনা উঠবেই।

অভিনেতা বলেন, এই ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে এমন অনেক বড় তারকাও আছেন, যাদের ক্যারিয়ারের কোনো না কোনো সময়ে বিতর্ক বা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ অমিতাভ বচ্চনের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় ও পরিপূর্ণ অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি থাকলেও একটা সময় দীর্ঘদিন কাজের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাকে।

একইভাবে তিনি স্মরণ করেন একসময়ের সুপারস্টার রাজেশ খান্নাকেও। গোবিন্দ বলেন, ক্যারিয়ারের মাঝামাঝি সময়েই তাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকে বলতে শুরু করেছিলেন, তিনি আর আগের মতো নেই, তার অভিনয় ও উপস্থিতি নাকি বদলে গেছে।

শুধু অতীতের তারকারাই নন, বর্তমান প্রজন্মের অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেন গোবিন্দ। আমির খানের নাম উল্লেখ করে এ অভিনেতা বলেন, একসময় আমিরের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই একই মানুষকে সবাই 'পারফেকশনিস্ট' বলে সম্মান জানাতে শুরু করেছে।

গোবিন্দ বলেন, বলিউডে বিতর্ক বা বদনাম অনেক সময়ই ক্যারিয়ারের স্বাভাবিক অংশ। তিনি বলেন, কখনো কখনো বিষয়গুলো সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় সবাইকে কোনো না কোনো সময় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয় বা খারাপ নাম দেওয়া হয়। আসল বিষয় হলো— সেই পরিস্থিতি থেকে কে কীভাবে ফিরে আসে।

দুবাইয়ে 'ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল'

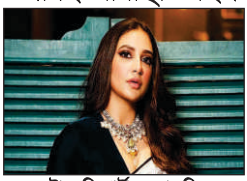

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুবাইয়ে কয়েক দিন আটকে থাকার পর অবশেষে নিজ দেশে ফিরেছেন টালিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। ৬ মার্চ বিকালে মুম্বাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছান তিনি। সঙ্গে ছিলেন তার ছেলে ইউভান। কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিনেত্রী।

শুভশ্রী জানান, সেখানে 'ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল'।

গণমাধ্যমকে অভিনেত্রী বলেন, 'সকলকে ধন্যবাদ। সবার ভালবাসা, সকলের সমর্থন ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাকে এবং আমার পরিবারকে লড়াই করার শক্তি দিয়েছে। ধন্যবাদ সকলকে। ওখানকার অভিজ্ঞতা ভাগ করতে পারব না এখনই। ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল এবং আমি এখন সত্যিই বিধ্বস্ত। সকলে ভাল থাকবেন।'

মূলত ছেলে ইউভানের স্কুলের পরীক্ষা শেষ হওয়ায় তার আবদার মেটাতেই মা-ছেলে কয়েক দিনের জন্য দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে ইরানে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা শুরু হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং তারা সেখানে আটকে পড়েন।

অভিনেত্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, দুবাইয়ে তারা যে হোটেলে ছিলেন তার আশপাশেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যদিও মা-ছেলে নিরাপদেই ছিলেন। কিন্তু তাদের দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত দুই পরিবারের সদস্যরা চরম উদ্বেগে ছিলেন।

অন্যদিকে রাজ চক্রবর্তী জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মূলত ৫ মার্চ দেশে ফেরার কথা থাকলেও সেই যাত্রা পিছিয়ে যায়। পরে মুম্বাই হয়ে শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছান শুভশ্রী ও ইউভান।

'কিং' সিনেমা অ্যাকশনে চমকে দেবেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের 'কিং' সিনেমার পুরোদমে শুটিং চলছে। নতুন এ সিনেমার শুটিং নিয়ে মুক্তির আগে থেকেই চলছে নানা আলোচনা। এর আগে এ সিনেমার মুক্তি পাওয়া টিজার নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। 'কিং' সিনেমায় প্রথমবার একসঙ্গে দেখা যাবে শাহরুখ খান ও তার মেয়ে সুহানা খানকে। শাহরুখকন্যার জন্য এটি বিশেষ একটি প্রকল্প। কারণ ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া 'দ্য আর্চিজ'-এ অভিনয়ের পর এ সিনেমার মাধ্যমেই বড়পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে তার।

এ বিষয়ে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ জানিয়েছেন, কিং সিনেমাটি ২০২৬ সালের বড়দিন উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। তারকাবহুল কিং সিনেমায় বাদশাহ শাহরুখ খান ছাড়াও অভিনয়ে থাকছেন রানি মুখার্জি, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন ও আরশাদ ওয়ার্সি।

সম্প্রতি সিনেমাটির একটি বিশেষ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শেষ করেছেন বাদশাহ। বিজয়া দশমী উৎসবের পটভূমিতে অ্যাকশন দৃশ্যটি ধারণ করা হয়েছে টানা আট রাত ধরে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনসূত্রে জানা গেছে, দৃশ্যটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে ঐতিহ্যবাহী বিজয়া দশমী শোভাযাত্রার আবহ ফুটে ওঠে। ঢাকঢোল, রঙের উচ্ছ্বাস এবং বিসর্জনের দিনের উন্মাদনা—সব কিছু মিলিয়ে সেটে তৈরি করা হয়েছিল উৎসবের পরিবেশ। এমন দৃশ্য ধারণে শত শত জুনিয়র শিল্পী অংশ নেন। ভিড়ের মধ্যেই বাবা-মেয়েকে নিয়ে অ্যাকশন দৃশ্য ধারণ করা হয়।

একটু সূত্র জানায়, এ অংশে সুহানা খান নিজেই বেশ কিছু স্টান্ট দৃশ্য করেছেন, যা তার চরিত্রের জন্য বেশ কঠিন শুটিং ছিল। কিং সিনেমাটি দিয়ে আবারও দর্শকদের চমকে দিতে চান শাহরুখ খান। সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, প্রথম দিকে কিং সিনেমাটি পরিচালনার কথা ছিল সুজয় ঘোষের। তবে পরে পরিচালকের দায়িত্ব নেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এর আগে তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার 'পাঠান' সিনেমায়।

কিং সিনেমাটি ঘোষণার পর থেকেই ব্যাপক আলোচনায় রয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ছবিটির নাম 'কিং' রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে একই বছরের আগস্টে শাহরুখ নিজেই নিশ্চিত করেন, এটিই হবে তার পরবর্তী সিনেমা।

'যুদ্ধবাজ' ট্রাম্পের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে কেনো গেলেন মেসি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে বিশেষ সংবর্ধনা পেয়েছেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি ও তার ক্লাব ইন্টার মিয়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের 'যুদ্ধবাজ'. প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের আমন্ত্রণ জানান। মেজর লিগ সকারের শিরোপা জয়ের সাফল্য উদযাপন করতেই এই আয়োজন করা হয়।

গত ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো মেজর লিগ সকারের শিরোপা জেতে ইন্টার মিয়ামি। শনিবার ওয়াশিংটনে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে যায় ইন্টার মিয়ামি। এর আগে পুরো দলকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে মেসি ও তার সতীর্থরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের সামনে দলের সাফল্যের কথা বলেন।

ইন্টার মিয়ামি ক্লাবের সহ-মালিক সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডেভিড বেকহ্যাম। তার ক্লাবের এই সাফল্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ আলোচনা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ট্রাম্প নিজের ছেলের কথাও বলেন। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে ব্যারন বলল, "বাবা, আজ এখানে কে থাকবে তুমি জানো?" আমি বললাম, "না, আমার অনেক কাজ চলছে।"'

তিনি আরও বলেন, 'সে বলল, "মেসি!" সে তোমার বড় ভক্ত। সে মনে করে তুমি দারুণ একজন মানুষ। আর আমার মনে হয় তোমাদের একটু আগেই দেখা হয়েছে।'

৩৮ বছর বয়সী মেসি গত অক্টোবরে ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী তিনি ২০২৮ সাল পর্যন্ত ক্লাবটিতে থাকবেন।

ক্যারিয়ারে অসাধারণ সাফল্য আছে এই আর্জেন্টাইন তারকার। তিনি টানা দুই মৌসুমে এমএলএসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা প্রথম ফুটবলার।

মেসিকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প বলেন, 'লিও তার অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের ৪৭তম ট্রফি জিতেছে, যা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। তুমি চাইলে বিশ্বের যেকোনো ক্লাবে যেতে পারতে। কিন্তু তুমি মিয়ামিকে বেছে নিয়েছ। আমাদের সবাইকে এই যাত্রার অংশ করার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

পেলে প্রসঙ্গেও কথা বলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি হয়তো এটা বলা উচিত না, কারণ আমি বয়স্ক, কিন্তু আমি পেলের খেলা দেখেছি। আমি জানি না, তুমি হয়তো পেলের চেয়েও ভালো। পেলে অবশ্যই অসাধারণ ছিল।'

আফ্রিদির 'বয়স' শুনেই হাসির রোল পড়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খেলোয়াড়রা তাদের বয়স লুকান এটা নতুন কিছু নয়। এই যেমন আফগানিস্তানের তারকা ক্রিকেটার রশিদ খানের সত্যিকারের বয়স ৩৭ আপ হলেও কাগজে কলমে তার বয়স মাত্র ২৭। তার মানে তিনি মিনিমাম ১০ বছর বয়স লুকিয়েছেন। তেমনি এক ঘটনা ঘটল পাকিস্তানে।

পাকিস্তানের হয়ে ১৪টি টি-টোয়েন্টি ও ৯টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন ইরফান নিয়াজি। ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এই অলরাউন্ডারের।

একটি টেলিভিশন টক শোতে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দল নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেখানেই ওঠে ইরফানের নাম। অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদি।

ইরফান প্রসঙ্গে আফ্রিদি বলেন, 'অতীতে ইরফান নিয়াজিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। চার বা পাঁচ নম্বরে ব্যাট করা একজন হিটার। ওর বয়স কত হতে পারে? ছেলেটা ফিট, ভালো হিটও করতে পারে। আগে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

তখন সঞ্চালক নিয়াজির বয়স খুঁজে বের করে জানান, 'তার বয়স ২৩।' নিয়াজির বয়স শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে আফ্রিদি বলেন, 'কী? তার বয়স ২৩?'

সঞ্চালক হাসতে হাসতে বলেন, 'অফিশিয়ালি তার বয়স ২৩।'

এরপর ৪৬ বছর বয়সী শহিদ আফ্রিদি মজা করে বলেন, 'ঠিক আছে, তাহলে আমার বয়স নিশ্চয়ই ৩০ থেকে ৩৫।' এ কথা শুনে স্টুডিওতেই হাসির রোল পড়ে যায়।

রোনালদোর চোট ধারণার চেয়েও গুরুতর: আল নাসর কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত সপ্তাহে আল ফায়হার বিপক্ষে ম্যাচে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। হ্যামস্ট্রিংয়ের এই চোট নিয়ে প্রথমে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না আল নাসরের কোচের। তবে জর্জে জেসুস আজ জানালেন গুরুতর চোটেই পড়েছেন 'সিআর সেভেন'।

ডান পায়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পাওয়া রোনালদো চিকিৎসার জন্য স্পেনের মাদ্রিদে যাবেন। সংবাদ সম্মেলনে নিশ্চিত করেছেন আল নাসর কোচ জর্জে জেসুস। ৪১ বছর বয়সী মহাতারকার মাঠে ফেরার সময়সীমা নিয়ে স্পষ্ট কিছুই জানাননি তিনি।

সৌদি প্রো লিগে আগামীকাল ঘরের মাঠে নিওমের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আল নাসরের কোচ বলেন, 'গত ম্যাচে ক্রিস্তিয়ানো মাংসপেশীর চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন। পরীক্ষার পর দেখা গেছে, চোটটি আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে গুরুতর। তার যথাযথ বিশ্রাম এবং পুনর্বাসন প্রয়োজন। রোনালদো চিকিৎসার জন্য স্পেনে যাবেন, যেমন অন্যান্য চোটে পড়া খেলোয়াড়রাও যাচ্ছেন।'

স্পেনে রোনালদোর নিজের ব্যক্তিগত ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে চিকিৎসা নেবেন বলে জানান জর্জে জেসুস। দলের সেরা ফরোয়ার্ডকে দ্রুত ফিরে পাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন পর্তুগিজ এই কোচ।

বিশ্বকাপের মাস তিনেক আগে চোট খানিকটা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে রোনালদোর জন্য। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী আশা করছেন, এই মাসের পর্তুগালের আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের আগেই মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি।

৪১ বছর বয়সেও নিয়মিত দলের জয়ে অবদান রাখা রোনালদো সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন। এই মৌসুমে লিগে পর্তুগাল অধিনায়ক করেছেন ২১টি গোল। ইংলিশ ফরওয়ার্ড ইভান টনি আল আহলির হয়ে ২৩টি গোল নিয়ে শীর্ষে আছেন।

আগামী ২৮ মার্চ রিনোভেটেড অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। এরপর ৩১ মার্চ অ্যাটলান্টার জর্জিয়ায় রোনালদোর দলের প্রতিপক্ষ আসন্ন বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। এর আগেই সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা ফিট হতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR